দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ২৬/১১/২০০৩
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়াধীন ডিগ্রী কলেজে অধ্যক্ষ/ শিক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গে

অনেক ডিগ্রী কলেজেই অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অধ্যক্ষ/ শিক্ষক হিসাবে নিয়োগদান করা হইতেছে। তাঁহারা বাস্তবে অর্থ ও রাজনৈতিক আনুকূল্য বা প্রভাব দ্বারাই নিয়োগকৃত। তাহাদের অনেকেরই আবার নির্ধারিত-শিক্ষাগত যোগ্যতারও (অর্থাৎ একাধিক তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্ত) অভাব রহিয়াছে। অথচ নিয়োগবিধি মোতাবেক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বানুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তিই কেবল অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ পাইতে পারেন। তাহা হইলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, এরূপ ব্যক্তিগণ কোন্ বিধিবলে নিয়োগ পান এবং কিভাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়েরও পূর্বানুমতি লাভ করেন? যদি পূর্বানুমতি ছাড়াই তাঁহারা নিয়োগ পাইয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের নিয়োগ সম্পর্কে বৈধতার প্রশ্নে কার্যকর ব্যবস্থা কেন গৃহীত হয় না এবং কিভাবে তাঁহারা স্বপদে কাজ করিয়া যাইতেছেন? জানামতে, কেবল নেত্রকোনা জেলাতেই এমন তিন/চারটি ডিগ্রী কলেজের সন্ধান মিলিবে এবং এই হিসাবে ৬৪টি জেলায় উক্ত প্রকৃতির নিয়োগ প্রদত্ত ডিগ্রী কলেজের সংখ্যা অবশ্যই ন্যূনতম শতাধিক হইবে। অথচ দেশে যেখানে প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির অভাব নাই, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যেখানে সরকারের অঙ্গীকার, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিও যেক্ষেত্রে উপেক্ষিত সেখানে অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অধ্যক্ষ/ শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা নিশ্চয়ই যেকোন যুক্তিতেই সমর্থনযোগ্য নয় এবং ইহাকেও এক প্রকার নিয়োগ প্রহসন বলা যায়। আর দেশের ডিগ্রী কলেজগুলিতে গভর্নিং বডিগুলি যথাযথভাবে নিয়োগ বিধির বাস্তবায়ন করিতেছেন কিনা তাহা প্রত্যক্ষ করিবার বা জবাবদিহিতা আদায়ের কোন কার্যকর ব্যবস্থা নাই বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

অবসরপ্রাপ্ত এসব অধ্যক্ষ কলেজ চালান মূলত তাঁহার বেতন ও চাকরি রক্ষার স্বার্থে। এজন্য তাঁহারা সকল প্রকার প্রশাসনিক ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট শৈথিল্য এবং অন্যান্য আনুকূল্য প্রদর্শন করা ছাড়াও শিক্ষকদের মধ্যে প্রয়োজনে দলাদলি সৃষ্টি করেন। আর নিয়োগকৃত শিক্ষক শিক্ষাদানের পরিবর্তে সদা অধ্যক্ষের আনুকূল্য লাভেই ব্যস্ত থাকেন বেশী। ইহাতে স্বাভাবিকভাবেই কলেজের সুষ্ঠু প্রশাসন ও শিক্ষার পরিবেশ দুই-ই বিঘ্নিত হয়, কলেজের উন্নয়ন ও অগ্রগতি হয় বাধাগ্রস্ত। তাই সার্বিক বিবেচনায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত জাতীয় স্বার্থেই নিয়োগ প্রথা/বিধি যাহাতে ডিগ্রী কলেজগুলিতে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়-তাহা পর্যবেক্ষণের কড়াকড়ি পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ইহাই জাতির প্রত্যাশা।

মোঃ আহ্সান উল্লাহ্,
গ্রাম ঃ লক্ষীগঞ্জ, জেলাঃ নেত্রকোনা।